করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে লেখা পৌলের দ্বিতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১০

(১) আমি পৌল, মসিহের নম্রতা ও কোমলতার মাধ্যমে তোমাদেরকে অনুরোধ করছি। তোমাদের মাঝে থাকার সময় আমি নম্র হয়ে থাকি কিন্তু দূরে থাকলে তোমাদের প্রতি কঠোর হই!-- (২)আমার অনুরোধ যারা মনে করে যে, আমরা সাধারণ মানুষের মতো জীবন কাটাচ্ছি, আমি আসার পর তাদের বিরুদ্ধে যেন আমাকে কঠোর হতে না হয়। আমি চাই যখন আমি তোমাদের তাছে থাকবো তখন যেনো সাহস দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে না হয়, যারা মনে করে যে আমরা শুধু মানুষের মতো ব্যবহার করছি।

(৩)নিশ্চয়ই আমরা মানুষ, মানুষের মতো জীবন-যাপন করি, কিন্তু আমরা মানুষের নিয়মে যুদ্ধ করি না; তবুও আমরা যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি, তা কোনো মানুষের সংগ্রাম নয়।

(৪)আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রগুলো মানবীয় অস্ত্র নয় বরং সেগুলো আল্লাহর শক্তিতে বলিয়ান বলে দূর্গ ধ্বংস করতে পারে। আমরা তর্ক-বিতর্ক ধ্বংস করি (৫)এবং আল্লাহকে জানার পথে মাথা তুলে দাঁড়ানো প্রত্যেক বাধাকে ধ্বংস করি; আর প্রত্যেকটি চিন্তাকে বন্দি করে মসিহের হুকুম পালনে নিয়ে আসি।

(৬)তোমরা সম্পূর্ণরূপে বাধ্য হওয়ার পর প্রত্যেকটি অবাধ্যতার শাস্তি দেবার জন্য আমরা প্রস্তুত। যখন তোমাদের বাধ্যতা পূর্ণ হবে তখন সমস্ত অবাধ্যতার শাস্তি দিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

(৭)তোমাদের চোখের সামনে যা আছে তার দিকে তাকিয়ে দেখো, তোমাদের যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তোমরা মসিহের লোক, তাহলে তোমরা একথাও মনে রেখো যে, তোমাদের মতো আমরাও মসিহের লোক।

(৮)এখন আমি যদি আমাদের কর্তৃত্ব নিয়ে যদি আমি কিছুটা বেশিই গর্ব করে থাকি, সেই গর্ব তোমাদের উন্নতির জন্য আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, ধ্বংসের জন্য নয়, তবে সেজন্য আমি লজ্জিত হবো না।

(৯)আমি চিঠিপত্রের মাধ্যমে তোমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি- তোমরা এমনটি ভাবো, আমি তা চাই না।

(১০)কারণ বলে, "তার চিঠিগুলো ভারী এবং শক্তিশালী কিন্তু শারীরিক উপস্থিতি দুর্বল মনে হয় এবং তার কথাবার্তাগুলো মূল্যহীন।"

[১১]এরকম লোকদের বোঝা দরকার যে, অনুপস্থিত থেকে চিঠির মাধ্যমে আমরা যা বলছি, উপস্থিত হলে আমরা ঠিক তা-ই করবো।

[১২]যারা নিজেদের প্রশংসা করে, তাদের কারো সাথে আমরা নিজেদেও তুলনা করতে সাহস করি না, কিন্তু যখন তারা একে অপরের সাথে নিজেও পরিমাপ করে এবং একে অপরের সাথে নিজেদের তুলনা করে তখন তারা সুবুদ্ধিও পরিচয় দেয় না।

[১৩]কিন্তু আমরা সীমা-ছাড়া গর্ব করবো না, বরং আল্লাহ আমাদের কাজের যে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার মধ্যেই থাকবো, এমনকি আমরা যাতে তোমাদের কাছেও পৌছাতে পারি।

[১৪]সুতরাং, আমরা যখন তোমাদের কাছে পৌঁছেছি, তখন তো আমরা আমাদের সীমার বাইরে পা বাড়াচ্ছি না; তোমাদের কাছে আমরাই প্রথম হযরত ইসা মসিহের সুখবর প্রচার করতে গিয়েছিলাম।

[১৫]আমরা সীমা অতিক্রম করে অন্যেদের কাজ নিয়ে গর্ব করি না; আমরা আশা করি যে, তোমাদের ইমান বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে তোমাদের মাঝে আমাদেও কাজের সীমাও বৃদ্ধি পাবে, [১৬]ফলে অন্য কারো কর্মক্ষেত্রে ইতোমধ্যে যাকিছু করা হয়েছে তার মধ্যে না গিয়ে, তাদেও কাজ নিয়ে গর্ব না করে, আমরা বরং তোমাদের এলাকার বাইরেও সুখবর প্রচার করতে পারি। [১৭]তবে "যে গর্ব করে, সে আল্লাহকে নিয়েই গর্ব করুক।"

[১৮]কারণ যারা নিজের প্রশংসা করে তারা গ্রহনযোগ্য নয়, বরং আল্লাহ যাদের প্রশংসা করেন, তারাই গ্রহনযোগ্য।